

শারিয়াবাজের গডফাদার

Ref - Date line, Kollam, Tamilnadu, India, December 05, 2005. আন্তর্জালের “বাংলার নারী” আলোচনা-চক্রে সম্প্রতি এক হতভাগ্যের মর্মভেদী মামলা নিয়ে মানবিকতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। শারিয়া কোর্টের রায় মোতাবেক নৌশাদ-এর বাঁ চোখ উপড়ে ফেলা হবে। ২০০৩ সালে সৌদী-আরবের দামাম শহরে পেট্রল-পাম্পের কর্মচারী ভারতীয় নাগরিক নৌশাদ এক সৌদি’র কাছে গাড়ীর একটা তার বিক্রী করেন। ক’দিন পরে ক্রেতা ফিরে এসে তারটি খারাপ বলে টাকা ফেরৎ চাইলে নৌশাদ বলেন তিনি কর্মচারী মাত্র, টাকা ফেরৎ দেবার অধিকার তাঁর নেই। ক্রেতা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে দৈহিক আক্রমণ করলে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে ক্রেতার বাঁ-চোখে আঘাত করেন, ফলে ক্রেতার বাঁ-চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। ক্রেতা দামাম শারিয়া-কোর্টে মামলা করলে কোর্ট শারিয়া কিসাস আইন মোতাবেক নৌশাদের বাঁ-চোখ উপড়ে ফেলার রায় দেন (“scoop out”). নৌশাদ রিয়াদের শারিয়া-কোর্টে আপীল করেন এবং সেই থেকে গত প্রায় তিন বছর তিনি দামামের কারাগারে বন্দী আছেন। রিয়াদের শারিয়া কোর্ট ক্রেতার প্রতি আবেদন করেছেন নৌশাদকে ক্ষমা করতে। কিসাস আইনে বাদীর ক্ষমা করার অধিকার আছে এবং সে ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীকে হৃদয় শান্তি দিতে পারেন না।

তত্ত্বকথার বায়বীয় কুয়াশা না উড়িয়ে এ বাস্তব মামলা নিয়ে আলোচনা করলে শারিয়ার চরিত্র বুঝতে আমাদের সুবিধে হবে। আইনটার সূত্র কোরাণের সূরা মায়দাহ্ আয়াত ৪৫ঃ- “আমি এ গ্রন্থে তাহাদের প্রতি লিখিয়া দিয়াছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপরে যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ হইতে পাক হইয়া যায়”।

আইন ৪ঃ- “অঙ্গহানী ও অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়া বাস্তবিকপক্ষে একই প্রকৃতির। অপরাধী কোন ব্যক্তির দেহের যতখানি ক্ষতি সাধন করিয়াছে সমতার নীতি অনুযায়ী তাহার দেহেরও ঠিক ততখানি ক্ষতি করা যাইবে। যেমন কোন অপরাধী কোন ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটন করিলে কিসাস বা সমতার নীতি অনুযায়ী তাহারও চক্ষু উৎপাটন করা হইবে।”- প্রথম খন্ড ধারা ৮৩ পৃঃ ২৬৯, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ১ম খন্ড বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন। নৌশাদ ওই সৌদির চোখ “উৎপাটন” করে নি, কিন্তু তবুও তার হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে চোখের ভেতরে লোহা ঢুকিয়ে তার চোখ “উৎপাটন” করা হবে। এটাই এ আইনের মারাত্মক নৈতিকতার ফাঁক, কোরাণের “কিসাস, -সমতা” কথাটার ঠিকমত প্রয়োগ হয়নি শারিয়া আইনে। সৌদী কোর্টের ওই রায় প্রমাণ করেছে যে, আক্রমণ করে কারো চোখ তক্ষুনি উপড়ে ফেলার, এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য আক্রমণকারীর চোখে আঘাতের ফলে তার চোখ নষ্ট হবার একই শাস্তি। অথচ (১) ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে, (২) রাগের মাথায় (বা গাড়ী চালাতে বা নেশার ঘোরে অনিচ্ছাকৃত) হঠাৎ ও (৩) আক্রমণকারী হাতে থেকে নিজেকে বাঁচাতে, এই তিন ভিন্ন কারণে একই আঘাত বা হত্যা মোটেই এক অপরাধ নয়। সে জন্যই পশ্চিমের আইনে ফার্স্ট ডিগ্রী ও সেকেন্ড ডিগ্রী ইত্যাদি খুনের ভিন্ন আইন আছে, ভিন্ন শাস্তি আছে। তা ছাড়া, নৌশাদের হাতে ঠিক যেভাবে সৌদির চোখ নষ্ট হয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে, হুবহু ঠিক সেভাবে নৌশাদের চোখ নষ্ট করার উপায় নেই কারণ কোন ক্রিয়া বা কর্মের হুবহু কপি করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া অপরাধ ও পাপ-এর মধ্যেও তফাৎ করতে পারে না শারিয়া, তার কাছে ও দু’টো ভিন্ন জিনিস একেবারেই এক।

গোদের ওপর প্রকান্ড আরেকটা বিষফোঁড়া আছে। বিচারকের ক্ষমতা নেই হৃদয় শান্তি পরিবর্তন করেন, নিজস্ব বিচারবুদ্ধি খাটান। কারণটা আগেও বলেছি, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের তৃতীয় ভাগের ১১ পৃষ্ঠায় আছেঃ-“ইসলামি আইনের যে অংশ কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহা রসুলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নায়ে বিধৃত হইয়াছে সেগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। স্থান-কালের পরিবর্তনে তাহাতে সংশোধনের কোন সুযোগ নাই”। সিদ্ধান্তটা এসেছে শতাব্দীর মৌলবাদী মওলানা মোদুদীর “ইসলামী ল’ অ্যান্ড কনস্টিটিউশন” বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠা থেকেঃ- “যে সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা,

আইনবিদ বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না”। এটা আছে ডঃ আবদুর রহমান ডোই-এর শারিয়া কেতাবেও, শারিয়া দি ইসলামিক ল’ -পৃঃ ৪৬৬।

আল্লা-রসুলের নামে এ ধরনের বাধা মুসলিম-সমাজের জন্য যে কত আত্মঘাতী ও বিপজ্জনক হতে পারে তার দু’টো উদাহরণ দেখাচ্ছি। প্রথমঃ- শারিয়ায় খুনীর শাস্তি আছে কিন্তু খুনীর গডফাদারের হুদুদ শাস্তির বিধান নেই। সবাই বলছে বাংলাদেশের শারিয়াবাজ খুনীদের পেছনে আছে গডফাদার জামাত ও বিদেশী গড-গ্র্যান্ডফাদারের দল। কিন্তু ধরা পড়লেও জামাত বা বিদেশী গডফাদারদের হুদুদ শাস্তি দেয়া যাবে না, তারা শারিয়া কোর্ট থেকে হাসতে হাসতে বিজয়ী হয়ে বের হয়ে আসবে কারণ খুনের প্রমাণ হিসেবে চার জন বয়স্ক মুসলমান পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষ্য তো এক্ষেত্রে নেই-ই, তারা নিজের হাতে খুনও করেনি। অথচ শারিয়ায় পারিপার্শ্বিক প্রমাণের কথা নেই যদিও ওই প্রমাণেই বেশীর ভাগ খুনী শাস্তি পায়। দ্বিতীয়ঃ- স্বামী লাহোরের শারিয়া কোর্টে আবেদন করল স্ত্রী পাকিস্তানে ও সে বিদেশে থাকে কিন্তু এদিকে তার স্ত্রীর বাচ্চা হয়েছে। নিজের খরচে স্বামী নিজের ও বাচ্চার ডি-এন-এ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছে এ বাচ্চা তার নয়। বাচ্চার আসল পিতার নাম সে কোর্টকে বলেছে, এখন সেই লোকের ডি-এন-এ পরীক্ষা করলেই প্রমাণ হবে ওই লোক বাচ্চাটার পিতা কি না। প্রমাণ হলে তার হুদুদ শাস্তি হবে। কিন্তু বিচারক রায় দিলেন, শারিয়ার আইনে ডি-এন-এ পরীক্ষা যোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই পরকীয়ার (সম্ভাব্য) অপরাধী হাসতে হাসতে কোর্ট থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এল। লজ্জার কথা নয়?

এই সাথে দেখে নিন বাকারা ১৭৮ঃ- “তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস করা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়”। এর মানে কি? “দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়” মানে কি? কিভাবে মানবেন এটা? আপনি আমার স্ত্রীকে খুন করলে আমি আপনার স্ত্রীকে খুন করব? আপনি আমার দাসকে খুন করলে আমি আপনার দাসকে খুন করব? **জবাব চাই, শারিয়াবাজ !**

শারিয়াবাজের আরও অনেক নরমেধ্যজ্ঞ অপেক্ষা করছে দেশের কপালে। যতদিন জনগণের সামনে প্রকাশ্যে এ আলোচনা না হবে ততদিন নিরপরাধের মৃতদেহে ভারাক্রান্ত হতে থাকবে বাংলার আকাশ-বাতাস-সংস্কৃতি, যার প্রতি আমাদের আছে মায়াময় দায়বদ্ধতা আর শারিয়াবাজদের আছে চন্দ্র রুদ্ররোষ। তাই বারবার বলি, আলোচনার দরকার আছে। শারিয়া নিয়ে আলোচনায় বসতে আমরা বাংলাদেশ জামাতকে অনুরোধ করেছি দু’বার তাঁদের ওয়েবসাইটে ই-মেইল করে, আর একবার নিউ ইয়র্কের বাংলা সাপ্তাহিকে খোলা চিঠি ছাপিয়ে। ক্যানাডার শারিয়া কোর্টকেও করেছি, - কেউই রাজী হন নি। এটা তাঁদের চিরকালের কৌশল। যেখানে তাঁদের পালে সুবাতাস আছে সেখানে নানারকম চাতুর্যের সাথে পানি ঘোলা করে আলোচনার প্রস্তাব এড়িয়ে যান, আর কোন মাইনকা চিপায় পড়লেই তড়িঘড়ি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে “ইন্টারফেইথ” ইত্যাদি আলোচনার আয়োজন করেন।

“ইসলামী রাষ্ট্র”এর অনৈসলামিক কালনাগিনী আমাদের মরণছোবল হেনেছে একান্তরে ও এখন আবার। মৃতদেহে আকীর্ণ রক্তাক্ত পথে জাতি দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে সিদ্ধান্তের দিকে - ইসলাম কি শুধুমাত্র নৈতিক পথনির্দেশ নাকি আইনের শাসনও। দেখা যাক, - “ইহা (কোরাণ) একটি উপদেশ-গ্রন্থ - তুমি (নবীজী) তাহাদের শাসক নও” (সূরা হিজর ৯ ও গাসিয়া ২২) আয়াত দু’টোর বজ্রাঘাত এই শারিয়াবাজদের কিভাবে ছিন্নভিন্ন করে উৎখাত করে।

দেখা যাক।

ফতেমোল্লা

১১ই ডিসেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)